সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ১৯৯৫

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ১২, ১৯৯৫

৮ম খন্ড-- বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন
জীবন বীমা টাওয়ার
১০, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৯ই ভাদ্র ১৪০২ বাং/২৪শে আগষ্ট ১৯৯৫ইং

এস, আর, ও, নং ১৪৯-আইন/৯৫-সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫নং আইন) এর ২৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ [১][বিধিমালা] প্রণয়ন করিলঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।- এই [১][বিধিমালা] [২][সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা], ১৯৯৫] নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।-বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই [১][বিধিমালায়]-

(ক) "আইন" অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন)।

[১] বাংলাদেশ গেজেটে আগষ্ট ৩১, ২০০৪ ইং তারিখে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-২৬/৩৩২/প্রশাসন-১/২২, তারিখ ১১ই জুলাই ২০০৪ইং দ্বারা "প্রবিধানমালা" শব্দটি "বিধিমালা" দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

[২] বাংরাদেশ গেজেটে আগষ্ট ৩১, ২০০৪ইং তারিখে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

(খ) "কোম্পানী" অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন)বা উহা প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে প্রচলিত কোন আইন অনুসারে নিবন্ধিত কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং কোন সিকিউরিটি ইস্যুকারী অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(গ) "ব্যক্তি" বলিতে কোম্পানী, অংশীদারী কারবার এবং সিকিউরিটি লেনদেনকারী যে কোন প্রতিষ্ঠানও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ঘ) "মূল্য সংবেদনশীল তথ্য" অর্থ এইরূপ তথ্য যাহা প্রকাশিত হইলে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটির বাজার মূল্য প্রভাবিত হইতে পারে, এবং নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথাঃ-

(অ) কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা সম্পর্কিত প্রতিবেদন বা এতদসংক্রান্ত মৌলিক তথ্য;

(আ) লভ্যাংশ সংক্রান্ত তথ্য;

(ই) সিকিউরিটি হোল্ডারগণকে রাইট শেয়ার, বোনাস ইস্যু করা বা অনুরূপ সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত;

(ঈ) কোম্পানী কোন স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত;

(উ) কোম্পানীর বিএমআরই (BMRE) বা নূতন ইউনিট স্থাপন সংক্রান্ত তথ্য;

(ঊ) কোম্পানীর কার্যাবলীর ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন (যেমন-উৎপাদিত সামগ্রী, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন বা এতদসম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি);

(ঋ) কমিশন কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন তথ্য।

(ঙ) "সুবিধাভোগী" অর্থ এমন কোন ব্যক্তি যিনি-

(অ) কোন কোম্পানীর পরিচালক, প্রধান শেয়ারহোল্ডার, ম্যানেজিং এজেন্ট, ব্যাংকার, নিরীক্ষক, উপদেষ্টা, কর্মকর্তা বা কর্মচারী।

(আ) এমন একজন ব্যক্তি যে, উপ-দফা (অ) তে উল্লিখিত কোন ব্যক্তির সহিত তাহার সম্পর্কের কারণে অথবা কোম্পানীর সহিত যে কোন সম্পর্কের কারণে বা তাহার অবস্থানের কারণে মূল্য সংবেদনশীল তথ্য জানিতে পারেন বা উক্ত তথ্য জানিবার সুযোগ তাহার আছে বলিয়া বিবেচনা করা যায়।

(চ) "সুবিধাভোগী ব্যবসা" অর্থ মূল্য সংবেদনশীল তথ্যের ভিত্তিতে কোন সুবিধাভোগী কর্তৃক কোন সিকিউরিটি ক্রয় বা বিক্রয় বা অন্যবিধভাবে হস্তান্তর।

৩। **মূল্য সংবেদনশীল তথ্য সরবরাহের উপর বাধা নিষেধ**।-(১) আপাততঃ বলবৎ যে কোন আইন, কোম্পানীর সংঘবিধি এবং কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্য কোন বিধি-বিধানের প্রয়োজন ব্যতীত কোন সুবিধাভোগী কোন মূল্য সংবেদনশীল তথ্য অন্য কাহারও নিকট সরবরাহ করিতে পারিবে না।

(২) কমিশন, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, যে কোন প্রকার মূল্য সংবেদশীল তথ্য সরবরাহের পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৪। **সুবিধাভোগী ব্যবসা ইত্যাদি নিষিদ্ধকরণ**।-[১][(১)] কোন ব্যক্তি নিজে বা অন্য কাহারো মাধ্যমে সুবিধাভোগী ব্যবসা করিবেন না বা উক্তরূপ ব্যবসার ব্যাপারে কোন ব্যক্তিগত পরামর্শ প্রদান বা সহায়তা করিবেন না।

[২][(২) স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত কোম্পানির কোন স্পন্সর (Sponsor), পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী, নিরীক্ষক বা নিরীক্ষাকার্যে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, পরামর্শক বা আইন উপদেষ্টা, কিংবা Securities and Exchange Ordinance, 1969 (XVII of 1969) এর section 12-এ উল্লিখিত beneficial owner, উক্ত কোম্পানীর বার্ষিক হিসাব সমাপ্তির তারিখ এর দুই মাস পূর্ব (ইংরেজী পঞ্জিকা বছর মোতাবেক) হইতে উক্ত হিসাব কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ (Board of Directors) কর্তৃক চূড়ান্তভাবে বিবেচিত, গৃহীত বা অনুমোদিত হওয়ার তারিখ পর্যন্ত সময়কালে আলোচ্য কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়, বিক্রয় কিংবা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর বা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।]

৫। **সুবিধাভোগী ব্যবসা ইত্যাদির পরিণতি**।- [৩][(১)] কোন ব্যক্তি [৪][বিধি] ৪ এর বিধান সংঘন করিলে আইনের অধীন তাহার অন্য কোন-দায় দায়িত্ব বা তাহার উপর আরোপনীয় দন্ড সংক্রান্ত বিধানের কার্যকারিতা ক্ষুণ্ন না করিয়া এতদ্বারা বিধান করা যাইতেছে যে, কমিশন তাহার বিরুদ্ধে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে, যথাঃ-

(ক) উক্ত ব্যক্তি সিকিউরিটি লেনদেনের জন্য সনদপ্রাপ্ত কোন ব্রোকার স্টক ডিলার বা অনুমোদিত প্রতিনিধি বা অন্য কোন মাধ্যম হইলে তাহার সনদ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন উক্ত ডিলার, স্টক ব্রোকার ও সাব-ব্রোকার প্রবিধানমালা ১৯৯৪ বা অন্য কোন [১][বিধি] অনুসারে বাতিল বা স্থগিত করিতে পারিবে।

(খ) সুবিধাভোগী ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত শেয়ার বা স্টকের কর্তৃত্ব নির্ধারিত সময়ের জন্য গ্রহণ করিতে বা উক্ত সিকিউরিটি নির্ধারিত সময়ের জন্য হস্তান্তর না করার জন্য তাহাকে নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং এরূপ হস্তান্তর কার্যকর না করা বা হস্তান্তর অনুসারে অনুবর্তী (consequential) কার্যক্রম গ্রহণ না করার জন্য সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে নির্দেশ দিতে পারিবেঃ

---

[১] বাংলাদেশ গেজেটে আগষ্ট ৩১, ২০০৪ইং তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন দ্বারা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

[২] প্রজ্ঞাপন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-২৬/৩২/প্রশাসন/০১-৪৩ তারিখ, ২৩ মার্চ, ২০১০ইং এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা এপ্রিল ২৬, ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৩] এপ্রিল ৫, ২০০৬ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-২৬/প্রশাসন/০৩-২০ তারিখ, ৯ জানুয়ারি ২০০৬ দ্বারা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

[৪] আগষ্ট ৩১, ২০০৪ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ না দিয়া কমিশন উক্তরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে নাঃ

আরো শর্ত থাকে যে, কমিশন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন মনে করিলে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রথম শর্তাংশের অধীনে শুনানীর সুযোগ প্রদানের পূর্বেই দফা (খ) এর অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন কোন সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ দিতে পারিবে।

[১][(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত বিধান ক্ষুন্ন না করিয়া কমিশন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আইনের অধীনে অর্থদন্ডে দন্ডিত করিতে পারিবে।]

৬। **তদন্ত**।- (১)কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যদি উহার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি [২][বিধি] ৪ এর বিধান ভংগ করিয়াছেন, তাহা হইলে বিষয়টি তদন্তের জন্য কমিশন একজন তদন্ত কর্মকর্তা অথবা একাধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি, অতঃপর তদন্তকারী বলিয়া উল্লিখিত, নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ কমিটিতে প্রয়োজনবোধে একজন নিরীক্ষকও অন্তর্ভূক্ত করিতে পারিবে।

(২) তদন্তকারী তদন্ত শুরু করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে তদন্তের বিষয়বস্তু অবহিত করিবেন এবং প্রয়োজনে উক্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র, হিসাব বহি এবং অন্যান্য কাগজপত্র ও তথ্য উপস্থাপন বা দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এরূপ নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) তদন্তকারী তাহার তদন্তের সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দলিলপত্র, হিসাব বহি এবং তথ্য যে কোন যুক্তিসংগত সময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে, উহাদের উদ্ধৃতাংশ বা অনুলিপি সংগ্রহ করিতে এবং সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন এবং এইসবের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তদন্তকারীকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) কোন ব্যক্তি তদন্তকারীর নির্দেশ মোতাবেক কোন দলিলপত্র, হিসাব বহি বা অন্যবিধ তথ্য উপস্থাপন বা দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে বা তদন্তকারীর জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে বা সহযোগিতা না করিলে বা উক্তরূপ জিজ্ঞাসাবাদ এড়াইয়া যাইতেছেন বলিয়া তদন্তকারী মনে করিলে, তিনি সেই মর্মে কমিশনের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিতে পারিবেন এবং কমিশন প্রচলিত আইন অনুসারে উহার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৫) তদন্ত চলাকালে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যদি তদন্তকারীর নিকট প্রতীয়মান হয় যে, তদন্তের স্বার্থে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য কোন শেয়ার বা স্টকের কর্তৃত্ব গ্রহণ বা উহার হস্তান্তরের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি সেই মর্মে কমিশনের নিকট একটি অন্তর্বর্তী রিপোর্ট প্রদান করিতে পারিবেন এবং কমিশন,

---

[১] এপ্রিল ৫, ২০০৬ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-২৬/প্রশাসন/০৩-২০ তারিখ, ৯ জানুয়ারি ২০০৬ দ্বারা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

[২] আগষ্ট ৩১, ২০০৪ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হঈযাছে।

উক্ত রিপোর্ট বিবেচনান্তে, নির্ধারিত সময়ের জন্য উক্ত শেয়ার বা স্টকের কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে বা উহার বিবেচনায় তৎসম্পর্কে অন্য কোন যথাযথ আদেশ দিতে পারিবে।

(৬) তদন্তকারী, কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, তদন্ত সমাপ্ত করিয়া কমিশনের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

৭। **তদন্ত রিপোর্ট বিবেচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ**।- তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কমিশন উক্ত প্রতিবেদন বিবেচনান্তে [বিধি] অনুসারে প্রয়োজনীয় আদেশ বা নির্দেশ দিতে পারিবে বা পরিস্থিতি অনুসারে অধিকতর তদন্ত বা বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইনের আওতায় উহার বিবেচনায় অন্য কোন আদেশ বা নির্দেশ দিতে পারিবে।

৮। **কর্তৃত্ব গ্রহণকৃত শেয়ার বা স্টক ইত্যাদি**।- [১][বিধি] ৫(১) (খ) বা [১][বিধি] ৬(৫) এর অধীনে কোন শেয়ার বা স্টকের কর্তৃত্ব গ্রহণ করা হইলে, কমিশন উক্ত শেয়ার বা স্টক যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবে এবং নির্ধারিত মেয়াদঅন্তে উক্ত শেয়ার বা স্টক উহার স্বত্বাধিকারীর নিকট ফেরৎ দিবে।

৯। **আপীল**।- [১][বিধি] ৫, ৬ (৫) বা ৭ এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (আপীল) প্রবিধানমালা, ১৯৯৫ অনুসারে আপীল দাখিল করিতে পারিবেন।

[১][১০। **আদেশ বা নির্দেশ পরিপালন**।-এই বিধিমালায় উল্লিখিত পরিপালনীয় বিধানসমূহ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ মোতাবেক প্রদত্ত নির্দেশ বা আদেশ পরিপালন হিসাবে গণ্য হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন, এই বিধিমালার অধীন সময় সময় অন্য কোন আদেশ বা নির্দেশও জারী করিতে পারিবে।]

সুলতান-উজ-জামান খান
চেয়ারম্যান,
সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন।

[১] এপ্রিল ৫, ২০০৬ইং তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত নোটিফিকেশন নং এসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০১-২৬/প্রশাসন/০৩-২০ তারিখ, ৯ জানুয়ারি ২০০৬ দ্বারা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বাংলাদেশ গেজেট
অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, ফেব্রুয়ারী ২৫, ২০০১

[বেসমারিক ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন

আদেশ

তারিখঃ ৫ পৌষ, ১৪০৭ বাং/১৯ ডিসেম্বর, ২০০০ইং

নং-এসইসি/এসআরএমআইডি/২০০০-৯৮৫/২২৪৮/প্র-০২/১-সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী-ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) প্রবিধানমালা, ১৯৯৫ এর প্রবিধান ৩, উপ-প্রবিধান (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কমিশন এতদ্বারা মূল্য সংবেদনশীল তথ্য সরবরাহের নিম্নোক্ত পদ্ধতি নির্ধারণ করিল, যথাঃ-

(১) স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত প্রতিটি সিকিউরিটি ইস্যুকারী উহার কোন মূল্য সংবেদনশীল তথ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তিরিশ মিনিটের মধ্যে কিংবা তথ্যটি উহার গোচরে আসার তারিখেই তাৎক্ষণিকভাবে উহার চেয়ারম্যান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা কোম্পানী সচিব এর স্বাক্ষরে লিখিতভাবে একই সাথে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ (যদি উভয় এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত থাকে তবে একই সাথে উভয় এক্সচেঞ্জ) এর নিকট ফ্যাক্স ও বিশেষ বার্তা বাহক মারফত, ক্ষেত্রবিশেষে কুরিয়ার সার্ভিসযোগে, প্রেরণ করিবে; এবং উক্ত তথ্য দুইটি বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায়ও (একটি বাংলা এবং অপরটি ইংরেজী) অবিলম্বে প্রকাশনা নিশ্চিত করিবে;

(২) তালিকাভূক্ত সিকিউরিটি ইস্যুকারী কর্তৃক প্রেরিত ও প্রকাশিত উক্তরূপ তথ্যটিতে ইস্যুকারীর পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ ও সময়, কিংবা ক্ষেত্রমতে তথ্যটি উহার গোচরে আসার তারিখ, উল্লেখ করিতে হইবে;

(৩) সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ উক্ত তথ্য প্রাপ্তি মাত্রই তথ্যটি নিউজ মনিটরের মাধ্যমে প্রচার করিবে।

এই আদেশ অমান্য করা সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সংশোধন) আইন, ১৯৯৭ এবং সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০০০ সহ পঠিত, মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন এর আদেশক্রমে

মনির উদ্দিন আহমদ
চেয়ারম্যান।